রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৫ সনের ৪৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৯, ২০১৫

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৫৭—৭৬০
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৬৮১—১৬৯৯
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৪৭—১৪৭৭
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) . . . . . ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৪ শ্রাবণ ১৪২২/২৯ জুলাই ২০১৫

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৪.২০১৫-২৭৪—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রব (৩৫৬২), প্রাক্তন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বর্তমানে উপ-সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে গত ১২-০৭-২০১১খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৩১.০১৯.০২.০১. ০০১.২০১১-৮১৬ নং প্রজ্ঞাপনমূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হলে উক্ত বদলি আদেশের প্রায় ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস পরও তিনি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৭.২০১৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় ;

যেহেতু, উক্ত ০৫.১৮০. ০২৭.০২.০০.০০৭.২০১৩ নং বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে ২৭-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৭.২০১৩-৩১৩ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিত (Reduction to a lower stage in the time-scale for two years) করার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয় এবং উল্লিখিত লঘুদণ্ড প্রদানের পরেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে তাঁর বদলির আদেশ বহাল থাকে এবং উক্ত বদলির আদেশ বাতিল করা হয়নি;

যেহেতু, গত ২৭-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে দণ্ড প্রদানের পর পুনরায় প্রায় ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস অতিক্রান্ত হলেও অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাসের বেশি সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যোগদান ও দায়িত্ব পালন না করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপ-সচিব) হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বেতন-ভাতা উত্তোলন করেছেন; যা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসংগত আদেশ অমান্য করা ও কর্তব্যে চরম অবহেলার সামিল এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" (Misconduct) এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের গত ১৮-০৩-২০১৫ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২. ০০.০০৪.২০১৫-১২৭ নং স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, তিনি গত ১৪-০৪-২০১৫ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে গত ১৪-০৭-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত শুনানিতে সরকার পক্ষে মনোনীত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সচিব, ঊর্ধ্বতন নিয়োগ অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলীয় জবাব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রব (৩৫৬২), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে উপ-সচিব পদে বদলির আদেশ প্রাপ্তির ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস পরও বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করার অপরাধে গত ২৭-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে দণ্ড প্রদানের পর এবং তাঁর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে উক্ত বদলির আদেশ বহাল থাকার পরও পুনরায় প্রায় ০১(এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস অতিক্রান্ত হলেও তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে উপ-সচিব পদে যোগদান না করে এবং দায়িত্ব পালন না করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপ-সচিব) হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বেতন ভাতা উত্তোলন করেছেন। এটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসংগত আদেশ অমান্য করা ও কর্তব্যে চরম অবহেলার সামিল যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" (Misconduct) এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ। উভয় পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষ্য প্রমাণে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্তেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি এ জন্য দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রব (৩৫৬২)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৭(২)(বি) বিধির অনুসরণক্রমে ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁকে "০১ (এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০১ (এক) বছরের জন্য ক্রমপুঞ্জিভূত হারে স্থগিত" (Withholding of one increment for one year comulatively) করার লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। তিনি দণ্ডের মেয়াদঅন্তে বেতন স্কেলের বর্তমান ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তাঁর দণ্ড বলবৎ থাকাকালীন সময় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২০ শ্রাবণ ১৪২২/০৪ আগস্ট ২০১৫

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০২.২০১৫-২৮৭—যেহেতু, আনোয়ারা বেগম (১৯৩৪), প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বর্তমানে যুগ্মসচিব তথ্য মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সভাপতি, সি. বি. এ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর স্বাক্ষরে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে কর্মকালীন ঘুষ গ্রহণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ৮২১৫/২০১১ নং রীট মামলার আপিল দায়েরের ব্যবস্থা না করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ১১ (এগার) জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে ০৮ (আট) টি শূন্য পদের বিপরীতে এবং অপর ০৭ (সাত) জনকে Same Footing এর আওতায় বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশ ছাড়াই সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়মিতকরণ, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের না করে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের কোন নির্দেশনা গ্রহণ না করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তাকে স্বপদে পুনর্বহাল করে ত্রুটি করেছেন;

যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে এ মন্ত্রণালয়ের ১২-০৩-২০১৫ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০২.২০১৫-১২০ নং স্মারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে বলা হয় ;

যেহেতু, আনোয়ারা বেগম (১৯৩৪) গত ২৩-০৩-২০১৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে গত ০৭-০৫-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানি গ্রহণান্তে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য, সাক্ষ্য প্রমাণ, অভিযোগ ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা আনোয়ারা বেগম (১৯৩৪), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বরত অবস্থায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ৮২১৫/২০১১ নং মামলার শেষ আদেশ "No Order" এর বিরুদ্ধে নিয়মিত কোর্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে ১১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি দিয়েছেন এবং চাকুরীচ্যুত জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তার যোগদানপত্র গ্রহণ না করার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের পত্র ও প্যানেল এডভোকেট এর মতামত উপেক্ষা করে স্থানীয় সরকার বিভাগের কোন মতামত না নিয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৮৯১/২০০৩নং মামলার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের না করে উক্ত কর্মকর্তাকে স্বপদে পুনর্বহাল করেন এবং উভয় ক্ষেত্রে পরে আপীল দায়েরের নির্দেশনা প্রদান করেন, যা সঠিক ছিল না। এতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত প্রমাণিত অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদণ্ড প্রদানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন ;

সেহেতু, আনোয়ারা বেগম (১৯৩৪), প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বর্তমানে যুগ্মসচিব (প্রশাসন), তথ্য মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগহ অনুমোদনক্রমে তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ শ্রাবণ ১৪২২/০৯ আগস্ট ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১০.১৪-৩৫১—যেহেতু জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন বিশ্বাস (পরিচিতি নং-১১২২৩) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও প্রাক্তন সহকারী সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক এ মন্ত্রণালয়ের ২২-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১০.১৪-৪০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে "দুইটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি দুই বছরের জন্য ক্রমপুঞ্জিতহারে স্থগিত রাখার (Withholding of two increments for two years cumulatively)" লঘুদণ্ড প্রদান করা হয় ;

যেহেতু, উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন বিশ্বাস (১১২২৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর লঘুদণ্ড মওকুফের জন্য আপীল আবেদন করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় হয়ে জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন বিশ্বাস (১১২২৩) এর আপীল আবেদন মঞ্জুর করে আরোপিত দণ্ড মওকুফের আদেশ দেন ;

সেহেতু জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন বিশ্বাস (১১২২৩) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও প্রাক্তন সহকারী সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক এ মন্ত্রণালয়ের ২২-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১০.১৪-৪০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁর "দুইটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি দুই বছরের জন্য ক্রমপুঞ্জিতহারে স্থগিত রাখার (Withholding of two increments for two years cumulatively)" লঘুদণ্ড আরোপ বিষয়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলপূর্বক তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ শ্রাবণ ১৪২২/২৯ জুলাই ২০১৫

নং **০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৭.২০১৪-২৮৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ কবির হোসেন সরদার (১৫১৯৬), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার ঢাকা বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে গত ০১-০১-২০১২ তারিখ হতে ০১-০৫-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। সাভার উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মকালীন জনৈক শাহরিয়ার ডালিমের মাধ্যমে ইরা দত্ত, স্বামী মৃত সুভাস দেব এর সাথে পরিচিত হয়ে তাঁর মালিকানাধীন গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তার কাছে অবস্থিত আর্কেডিয়া লিঙ্গারিজ নামীয় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ৫০% শেয়ার আপন দুই ভাইয়ের নামে ক্রয় করে পরোক্ষভাবে ফ্যাক্টরি পরিচালনার কাজে যুক্ত হন এবং পরবর্তীতে দুই ভাই মোঃ মনিরুজ্জামান সরদার এবং মোঃ মানিক হোসেন সরদারের মাধ্যমে ইরা দত্ত, স্বামী মৃত সুভাস দেব এর মালিকানাধীন ফ্যাক্টরি দখল করেন এবং ইরা দত্তের ছেলে রুপতুন দেব-এর মালিকানাধীন উত্তরার-১১ নং সেক্টরের ১৫ নং রোডের ৮৫নং ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে স্বপরিবারে বসবাস করেন। তিনি উল্লিখিত ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়ে তাতে স্বপরিবারে বসবাস করেন এবং বসবাসকালীন সময় ১১ মাসের ভাড়া অপরিশোধিত রাখেন। শুধু তাই নয়, তাকে ১১ মাসের ভাড়া অপরিশোধিত রাখার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্ল্যাট ছাড়তে বলা হলে তিনি ইরা দত্ত ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি দেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে র‍্যাবের হাতে তুলে দেন। উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২৪-১২-২০১৪ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৭.২০১৪-৪৯০ নং স্মারকমূলে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় ;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ২৬-০২-২০১৫ তারিখে বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে ন্যায় বিচারের স্বার্থে আর্কেডিয়া লিঙ্গারিস নামীয় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ক্রয়কৃত ৫০% শেয়ার ক্রয়ের সময়কালে এবং ১১ নং সেক্টেরের সমিতির মধ্যস্থতায় ফ্ল্যাটের বকেয়া ১১ মাসের ভাড়া পরিশোধ সংক্রান্ত সালিশের বিষয়টি যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে পত্র দেয়া হয় ;

যেহেতু, জেলা প্রশাসক, ঢাকার প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ কবির হোসেন সরদার সাভার উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মকালীন আর্কেডিয়া লিঙ্গারিস নামীয় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ৩৫০০ টি শেয়ার তার ভাই জনাব মোঃ মনিরুজ্জামানের নামে এবং একই তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ১৫০০টি শেয়ার অপর ভাই মোঃ মানিক সরদার-এর নামে ক্রয় করেন। এছাড়াও, তিনি উত্তরায় ১১ নং সেক্টরের ১৫ নং রোডের ৮৫ নং বাড়ির ৬ষ্ঠ তলার ফ্ল্যাটটি রুপতনু দেব এর কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে ১১ মাসের ভাড়া অপরিশোধিত রাখেন, যা পরবর্তীতে ১১ নং সেক্টরের সমিতির মধ্যস্থতায় সমাধান করা হয় ;

সেহেতু, জনাব মোঃ কবির হোসেন সরদার (১৫১৯৬), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার ঢাকা বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার কারণ দর্শানোর জবাব, জেলা প্রশাসক, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক তাঁর বেতন স্কেলের ০২ (দুই) ধাপ নিম্নে (reduction to two lower stage in the time-scale) ০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন নির্ধারণ/অবনমিত করার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, তিনি অন্য কোন বিভাগীয় মামলায় দণ্ড প্রাপ্ত হলে ঐ দণ্ড ভোগ শেষ হবার পর এ বিভাগীয় মামলার দণ্ড কার্যকর হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

সচিবালয় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ শ্রাবণ ১৪২২/০৬ আগস্ট ১২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১২২.১৯.০৬০.১৪-২৪৪—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত পদে ও কর্মস্থলে নিয়োগ/বদলি/পদায়ন করা হলো ঃ

জনাব মোঃ শামীম হোসেন (১৫৫৬৯), সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়—সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার
উপ-সচিব।

পরিবহন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ ভাদ্র ১৪২২/১৮ আগস্ট ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১২১.১৫.০১৯.০৮-৫৩৫—আদিষ্ট হয়ে ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের টি. ও. এন্ড. ই-তে ০১টি জীপগাড়ি অন্তর্ভুক্ত ও ০১টি জীপগাড়ি অন্তর্ভুক্তি এবং জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ এর ৪৭০০-৯৭৪৫ টাকা বেতনক্রমে ০১টি করে গাড়ি চালকের পদ আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩১-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি।

২। উল্লেখিত পদটির বেতন-ভাতাদি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অধীন সরকারি সড়ক পরিবহণ এর হিসাব কোড নং-৩-০৭৬১-০০০৫-৪৬০০, ৪৭০০ এবং ৪৮০০ প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি এবং সরবরাহ ও সেবা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নির্বাহ করা হবে। সরকারি সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান/আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

৩। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

মালেকা খায়রুন্নেছা
উপ-সচিব।

মাঠ প্রশাসন-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ আষাঢ় ১৪২২/০৭ জুলাই ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৪১.২৮.০১৮.১১-১০৫—নির্দেশক্রমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ০১ (এক) টি ১ম শ্রেণির পদ রাজস্ব খাতে স্থায়ীভাবে সৃজনে এতদ্বারা সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো ঃ

(ক) হস্তান্তরিত পদ

ক্রমিক	পদের নাম	সংখ্যা	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী বেতন স্কেল
(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১ (এক)টি	১৮,৫০০—২৯,৭০০

২। অর্থ বিভাগের ২৮-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের অম/অবি (ব্যঃনিঃ-১)/সংস্থা-১২/২০০৯(অংশ)-৩২ সংখ্যক স্মারকের পত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ০৪.০০.০০০০. ২১২.০৬.০০১.১৪.৪৫(১) সংখ্যক স্মারকের প্রজ্ঞাপন অনুসরণে এ মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হলো।

এস. এম. শফিক
সিনিয়র সহকারী সচিব।